# Episode – 34

(The Politics of climate)

**নাটক**

**জতুগৃহ**

**দেবব্রত নাথ (S. C. F. এর পক্ষে)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| চরিত্র ঃ | ১ দীপেশ (৬০) | — | অধ্যাপক। |
| | ২ রত্না (৫৬) | — | দীপেশ বাবুর স্ত্রী, গৃহবধূ। |
| | ৩ শুভম্ (২৮) | — | দীপেশ বাবুর পুত্র, চিকিৎসক। |
| | ৪ বিজয় (৫৮) | — | প্রতিবেশী, শিক্ষক। |

দৃশ্য — ১

বাড়ির বসার ঝঘর। সময় — সন্ধ্যা। T.V. তে সংবাদ পাঠকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চায়ের ট্রে হাতে রত্নার প্রবেশ।

রত্না ঃ কি হলো দীপেশ T.V. চালিয়ে কোন দিকে তাকিয়ে বসে আছো।

দীপেশ (অন্যমনস্কভাবে) ঃ ও হ্যাঁ ... বলো।

রত্না (চায়ের ট্রে টেবিলে রাখতে রাখতে) ঃ কি আবার বলবো, বলছি কি, কি দেখছো জানলার বাইরে।

দীপেশ ঃ কই কিছু না তো, ও এমনি...

রত্না ঃ মনটা খুব খারাপ, তাই না?

দীপেশ ঃ মন খারাপ? কই নাতো। ঐ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম আর কি।

রত্না ঃ নাও, তোমার চা।

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ ... দাও।

রত্না (চায়ে চুমুক দিয়ে) ঃ মন খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক দীপেশ। এত বছরের স্মৃতি...

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, অনেকগুলো বছর ... কোথা দিয়ে যে কেটে গেলো দেখতে দেখতে।

রত্না ঃ বত্রিশ বছর ... তাই না?

দীপেশ ঃ হ্যাঁ ... ব-ত্রি-শ-বছর ...

রত্না ঃ তাই তো বলছি, মন খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। একটা-দুটো দিন তো নয়।

দীপেশ ঃ এতো দিনের কর্মকাণ্ড, এতা ব্যস্ততা ... এবার এক্কেবারে নিপাট্ বিশ্রাম।

রত্না ঃ সেই কারণে মনটা এতো খারাপ বুঝি।

দীপেশ ঃ এটা মন্দ বলোনি, এরকম অখণ্ড অবসর ... ভাবতেই অবাক লাগছে।

রত্না ঃ এভাবে ভাবছো কেন? কলেজের অধ্যাপনা থেকে না হয় অবসর নিলে, তোমার পড়াশুনা, লেখালেখি তো আর বন্ধ হচ্ছে না। এত দিন তো খুঁত খুঁত করতে নিজের লেখার মসয় দিতে পারছোনা বলে...

দীপেশ ঃ এটা তুমি একদম ঠিক বলেছো। নিজের লেখাপত্তরে এবার একটু বেশি সময় দেওয়া যাবে, অবশ্য ...

রত্না ঃ অবশ্য কি?

দীপেশ ঃ না, না, সে কিছু নয়।

রত্না ঃ তুমি কি কিছু আড়াল করছো দীপেশ?

দীপেশ ঃ আড়াল করছি? কই না তো।

রত্না ঃ তবে 'অবশ্য' বলে যে থেমে গেলে।

দীপেশ ঃ না মানে বলতে চাইছি, তুমি যা বললে সেটা খুবই ঠিক — এবার নিজের লেখালেখিতে পুরোপুরি সময় দিতে পারবো — ঠিক যেটা আমি চাইছিলাম এতদিন ধরে, কিন্তু ইদানিং একটা সমস্যা হচ্ছে ...

রত্না ঃ সমস্যা? কি হলো আবার, শরীর ঠিক আছে তো?

দীপেশ ঃ না, না, শরীর তো ঠিকই আছে, কিন্তু এই শহরটাতে বড্ড হাঁপিয়ে উঠছি, এখানে থাকতে আর মন চাইছে না, ... আচ্ছা শুভম ফিরেছে?

রত্না ঃ শুভর তো আজ একটু দেরি হবে ফিরতে। কাল অবশ্য ওর অফ্ জে আছে.... হ্যাঁ তা তুমি কি যেন বলছিলে হাঁপিয়ে উঠছো এখানে থাকতে? তা এই বয়সে আমরা যাবোটা কোথায়?

দীপেশ ঃ জানো রত্না আজ যখন ফিরছিলাম, চারপাশের রাশি রাশি গাড়ি, ধোঁয়া, ধূলো .... আর দমবন্ধ করা ধোঁয়াশা ... মনে হচ্ছিলো এবার বুঝি নিঃশ্বাসটা আটকে যাবে ..... অসহনীয়।

রত্না ঃ তা দিল্লিতে এ আর নতুন কি? অবশ্য যতদিন যাচ্ছে ..... তুমি ঠিকই বলেছো, মাঝে মাঝে তো এই বাড়ির মধ্যেই আমার দমবন্ধ হয়ে যায়।

দীপেশ ঃ বলছিলাম না তোমাকে, হাঁপিয়ে উঠছি। এতদিন তবু চাকরিটার জন্য দমবন্ধ করে ছিলাম। কিন্তু এখন? ভাবছি আর কেন, সত্যি বড্ড হাঁপিয়ে উঠছি।

রত্না ঃ তোমার কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু এতদিনের জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবে বলতো এখন। তাছাড়া শুভর কাজকর্ম সবই তো এখানে।

দীপেশ ঃ সে সব তো আমি বিলক্ষণ জানি, সমস্যা তো হাজারোটা আছে। আচ্ছা শুভ কাল বাড়ি থাকবে তো?

রত্না ঃ কাল তো ওর অফ্‌ডে আছে, কিন্তু সারাদিন বাড়ি থাকবে কি না তা তো বলতে পারছি না, কেন তোমার কোনো দরকার আছে না কি ওর সঙ্গে?

দীপেশ ঃ দরকার মানে ওর সাথে একটু আলোচনা করতে চাইছিলাম।

রত্না ঃ আচ্ছা দীপেশ তুমি কি সিরিয়াসলি ভাবছো ব্যাপারটা নিয়ে?

দীপেশ ঃ কোন ব্যাপারটা বলো তো?

রত্না ঃ এই যে একটু আগে বলছিলে না, এখানে আর থাকতে চাইছো না।

দীপেশ ঃ ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে, তবে কাজটা যে সহজ নয় সেটা তো বেশ বুঝতে পারি। তা এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত।

রত্না ঃ আমার মতামত? তা এক্ষুণি কি বলি বল তো, সবে তো শুনলাম কথাটা .... দেখি ভেবে।

দীপেশ ঃ হ্যাঁ রত্না ভালো। তোমার আর শুভর মতামতটা আমার কাছে খুব জরুরি।

[কলিং বেলের শব্দ] ..... এখন আবার কে এলো?

রত্না ঃ যাই দেখি। [রত্নার প্রস্থান] [সংগীত]

[দরজা খোলার শব্দ]

রত্না ঃ [দরজা খুলে] আরে বিজয়বাবু। আসুন, আসুন।

দীপেশ ঃ [ঘরের ভিতর থেকে] বিজয়বাবু না কি? আসুন, আসুন ছিলেন কোথায় এই কদিন?

বিজয় ঃ আরে কেন বলেন, পরীক্ষার মরসুম চলছে .... আর রাশি রাশি খাতা, এই কালই শেষ করলাম খাতা দেখা। ..... আরেব্বাবা এতো ফুল আর উপহার ব্যাপারটা কি?

রত্না ঃ [চায়ের কাপ হাতে প্রবেশ] সেকি আপনি ভুলে গেলেন দীপেশের তো আজ বিদায় সম্বর্ধনা দিলো। কলেজে।

বিজয় ঃ আরে সত্যিই তো .... বেমালুম ভুলে গেছি। তাহলে দীপেশবাবু অবশেষে অবসর।

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, যা বলেছেন ... অবসর অবশেষে।

রত্না ঃ নিন বিজয়বাবু চা খান।

বিজয় ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ দিন দিন [চায়ে চুমুক দিয়ে] বোঁচে গেলেন দীপেশবাবু, অনেক ঝক্কি কমলো ... উফ্ আমি তো আর দুটো বছর কাটাতে পারলে বাঁচি, দিল্লির যা হাল এখন রাস্তায় বেরনোর কথা ভাবলেই আমার যেন গায়ে জ্বর আসে।

রত্না ঃ একটু আগে ঠিক এই কথাটাই হচ্ছিল। দীপেশ তো আর এখানে থাকতেই চাইছে না।

বিজয় ঃ ঠিক বুঝলাম না। থাকতে চাইছেন না ..... মানে?

দীপেশ ঃ বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি জানেন এখানে, এত ধূলো, ধোঁয়া, হৈ-চৈ ..... মাঝে মাঝে মনে হয় কতদিন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিইনি।

বিজয় ঃ এটা মন্দ বলেননি ..... বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া ..... তা এখন তো অখন্ড অবসর যান না কদিন পাহাড়-টাহাড়ে ঘুরে আসুন।

দীপেশ ঃ পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া ..... ?

রত্না ঃ আসলে দীপেশ আর দিল্লিতেই থাকতে চাইছে না।

বিজয় ঃ মানে ... কি বলছো কি ম্যাডাম .... দীপেশবাবু কি স্থায়ীভাবে দিল্লি ছাড়তে চাইছেন।

রত্না ঃ ঠিক তাই ....

বিজয় ঃ কিন্তু সেটা কি .....

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, বিজয়বাবু কাজটা যে বড় সহজ নয় সেটা তো আমিও বিলক্ষণ জানি।

বিজয় ঃ তবে দিল্লি শহরটা যে ক্রমাগত বসবাস করার পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সে ব্যাপারে কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত।

দীপেশ ঃ [পাশের টেবিলে রাখা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে] এই তো দেখুন না আজকের অবস্থা ..... কোথায় গেলো Polution update ..... হ্যাঁ এই যে .... আজকের অবস্থা P.M. 2.5 এবং P.M. 10 এর পরিমান প্রতি ঘন মিটারে 999 মাইক্রোগ্রাম, যেখানে সহনীয় মাত্রা হল যথাক্রমে 60 এবং 100 মাইক্রোগ্রাম।

রত্না ঃ কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

বিজয় ঃ এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হল ..... জোড়-বিজোড় এই সব আয়োজন সত্যি কি কোনো কাজে এলো বলুন তো।

রত্না ঃ কাজের কাজ কিছুটা হচ্ছে না, শুধুই ঢাক পেটানো সার।

দীপেশ ঃ সেটাই তো ঘোরতর চিন্তার কারণ। কিন্তু কাজের কাজটা তো আমাদেরই করতে হবে, অথচ আমরাই কিছু করছি না।

রত্না ঃ ঠিক বুঝলাম না তোমার কথাটা।

দীপেশ ঃ আমি বলতে চাইছি দিল্লির এই ভয়ঙ্কর দূষণের জন্য আমরাও তো খুব একটা কম দায়ী নয়।

রত্না ঃ আমরা আবার কি ভাবে দূষণ ঘটালাম?

দীপেশ ঃ খুব সোজা .... এই যে ধরো Air Condition ছাড়া আমরা তো আজকাল থাকতেই পারি না, কথায় কথায় গাড়ি .... ফ্রীজ .....

রত্না ঃ তা এই গরমে A.C. ছাড়া তিষ্ঠোবে কি করে মানুষ? — আর গাড়ি আমরা আর কতটুকুই বা ব্যবহার করি? ফ্রীজ তো অপরিহার্য হয়ে গেছে। ..... এসব ছেড়ে?

বিজয় ঃ ঠিকই বলেছেন আমরা ছাপোষা মানুষ গাড়ি আর কতটুকু বা ব্যবহার করি, আর ফ্রীজ, A.C. এগুলো থেকে কি তেমন বিশেষ কিছু দূষণ হয়?

দীপেশ ঃ অবশ্যই হয়, আর আমরা ..... মজার কথা কি জানেন, আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি আমরা আর কতটুকুই বা দূষণ ঘটাচ্ছি, কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল দিয়েই তো সাগর তৈরি হয়।

রত্না ঃ কিন্তু এই দিল্লিতেও তো অনেক মানুষের A.C. বা ফ্রীজ নেই, ..... আরও বেশি সংখ্যক মানুষেরও তো গাড়ি নেই।

বিজয় ঃ হঠাৎ মনে পরল, জীন দ্রেগ ও অমর্ত্য সেন এর India, Development and participation বইয়ের একটা লাইনের কথা।

দীপেশ ঃ বলুন বলুন, শোনা থাক।

বিজয় ঃ বইটার একজায়গায় লেখকোদ্বয় বলছেন যে শহুরে এলাকায় অল্পসংখ্যক মানুষ যাদের গাড়ি আছে তারা দূষণ, যানজট, দূর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটায় আর তার মূল্য দেয় বৃহত্তর জনতা।

দীপেশ ঃ একদম ঠিক কথা। আর কি জানেন বিশ্বজুড়ে আজ দূষণ ও উষ্ণায়ণ, মানে Global Warming নিয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আর পিছনেও এই ধরণের একটা রাজনীতি কাজ করছে।

বিজয় ঃ দূষণ ব্যাপারটা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আর উষ্ণায়ণ নিয়েই তো বিস্তর লেখাপত্তর আর হৈ চৈ দেখছি, এই সেদিন এই ব্যাপারে আমার স্কুলে মস্ত সেমিনার হল — ভালই লাগলো — অনেক নতুন বিষয় জানতে পারলাম কিন্তু রাজনীতি? ঠিক বুঝলাম না তো।

দীপেশ ঃ ব্যাপারটা বেশ জটিল— [কলিং বেলের শব্দ] .... আবার কে এলো?

রত্না ঃ দেখছি ..... [দরজা খোলার শব্দ] শুভ?

দীপেশ ঃ শুভ .... এসে পড়েছিস?

[শুভর প্রবেশ]

শুভ ঃ হ্যাঁ বাবা, একটু তাড়াতাড়ি কাজ মিটে গেলো .... আরে বাবা ..... এত ফুল ..... এত উপহার .....

রত্না ঃ দ্যাখ না রে আমরা তো তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। উপহারের মোরকগুলো এখনো খুলিনি।

শুভ ঃ সে হবেক্ষণ পরে ..... বিজয়কাকু কেমন আছেন?

বিজয় ঃ আছি বাবা, চলে যাচ্ছে, তা তুমি কেমন আছো?

শুভ ঃ ভালো আছি, তবে কাজের চাপ দিন দিন বাড়ছে — এই আর কি?

রত্না ঃ হ্যাঁ, বিজয়বাবু বড্ড চাপ ছেলেটার উপর।

শুভ ঃ ও ঠিক আছে মা, ছাড়ো না আমার কথা, তা তোমরা তো বেশ জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছো, কি নিয়ে কথা হচ্ছে?

বিজয় ঃ তোমার বাবা তো আমাদের কে বেশ মুশকিলে ফেলেছেন, নিজেকে তো আর মাস্টারমশাই নয়, মনে হচ্ছে পড়া না বলতে পারা ছাত্র ....

শুভ ঃ পড়া না বলতে পারা? ঠিক বুঝলাম না তো ....

বিজয় ঃ আরে বলছি, বলছি, আগে তো বসো।

রত্না ঃ হ্যাঁ রে শুভ, বসবি তো, জল খাবি?

শুভ ঃ হ্যাঁ মা জল দাও, আর একটু চা হলে বেশ ভালো হতো।

দীপেশ ঃ এখন এই সময় আবার চা!

শুভ ঃ ও কিছু হবে না।

রত্না ঃ ঠিক আছে তোমরা কথা বলো, আমি সবার জন্য খাবার আর চা আনছি ..... (প্রস্থান)

শুভ ঃ বলুন কাকু কি মুস্কিলে পড়লেন? বাবা কি পড়া জিজ্ঞেস করলো আপনা কে?

বিজয় ঃ ঠিক পড়া জিজ্ঞেস নয়। আসলে আমরা দিল্লির দূষণ নিয়ে কথা বলছিলাম, তো সেই প্রসঙ্গে বিজয়বাবু দূষণ বা উষ্ণায়ণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনীতি, এটার মাথামুন্ডু আমি বুঝতে পারছি না।

শুভ ঃ রাজনীতি, দূষণ ..... উষ্ণায়ন বৃদ্ধিতে ..... এটা কি ব্যাপার বাবা?

দীপেশ ঃ ভাবো তোমরা, দেখি তোমাদের চিন্তার দৌড়।

বিজয় ঃ নাও শুভ, ঠ্যালা সামলাও।

শুভ ঃ আসলে আমার পেশার ক্ষেত্রেও এই ক্রমবর্ধমান দূষণের প্রভাব বাড়ছে দিন কে দিন ..... দুষণের ঠ্যালা আমরা নিজেরাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, কিন্তু ....

বিজয় ঃ তোমার পেশার ক্ষেত্রে?

শুভ ঃ হ্যাঁ কাকু, আমার specialisation তো Chest Medicine এ তা এই ধরণের রুগীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে দিন কে দিন, তেমন জটিলতাও বাড়ছে, উফ্ আমরা একেবারে হিমশিম খেয়ে

যাচ্ছি।

বিজয় ঃ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা খুব বাড়ছে, না?

শুভ ঃ শুধু কি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা?

বিজয় ঃ মানে?

শুভ ঃএকটু বিস্তারিত ভাবে বলার দরকার —

দীপেশ ঃ বলো, বলো।

শুভ ঃ দূষণজনিত রোগগুলোকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন বায়ুদূষণ জনিত, দূষিতচ মাটি, জল ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি রোগ, ইত্যাদি। এর মধ্যে বুয়ুদূষণজনিত রোগগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় — বাহ্যিক বা outdoor air polution জনিত ও indoor air polution জনিত .....

(চা ও খাবার নিয়ে রত্নার প্রবেশ)

বিজয়বাবু ঃ ওরে বাবা!

শুভ ঃ এটা তো সবে শুরু ..... শুনুন .... outdoor air polution থেকে কি কি রোগ হচ্ছে শুনুন — stroke, ischaemic heart disease, lung cancer, COPD, respiratory infections.

রত্না ঃ আর indoor polution থেকে

শুভ ঃ কমবেশি একশ রকমের শুধু শতাংশ হারের পার্থক্য।

রত্না ঃ মানে?

শুভ ঃ মানে? এই ধরো আমি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্থাৎ COPD, indoor pollution থেকে তা প্রায় 22% রুগিকে আক্রান্ত করছে যেখানে outdoor pollution সংক্রান্ত অসুস্থতার ক্ষেত্রে এই ধরণের রুগির হার 11%।

রত্না ঃ সেকি রে, তাহলে তো ঘরে বসেই বেশি বিপদ।

শুভ ঃ আসলে মা বিপদটাকে এতটা সরলীকৃত করা যায় না, এক্ষেত্রে অনেকগুলো Factor যেমন গৃহস্থালীতে কি ধরণের জ্বালানী ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদির বড় ভূমিকা আছে।

বিজয় ঃ তার মানে ঘরে বাইরে সবদিক থেকেই বিপদ্টা ঘনিয়ে উঠছে।

শুভ ঃ মানিয়ে উঠছে নয় কাকু, ভয়ঙ্কর ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে .... WHO এর হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে শুধু বায়ু দূষণের কারণে 70 লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটছে।

রত্না ঃ কি সাংঘাতিক।

দীপেশ ঃ ব্যাপারটা আর শুধু দূষণে আটকে নেই। উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত কারণে আর এক প্রলয়ের সিঁদুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে।

শুভ ঃ Climate - change.

দীপেশ ঃ ঠিক বলেছো ... জলবায়ু পরিবর্তন, রসাতলে যাওয়ার হাতছানি।

রত্না ঃ নিন, নিন, খাবার গুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে। নে রে শুভ খেতে খেতে কথা বল।

শুভ ঃ হ্যাঁ মা, দাও ...

রত্না ঃ নিন বিজয়বাবু ... দীপেশ এই এটা তোমার ...

বিজয় ঃ আর খাবার, যা শুনছি গলা দিয়ে তো খাবার নামবে না।

শুভ ঃ হা, হা, ... সত্যি কাকু তুমি পারো, নাও খেয়ে দ্যাখেছা দারুণ ধোকলা বানিয়েছ মা ... আচ্ছা, বাবা, তা এবার বলো দূষণের ক্ষেত্রে রাজনীতি ব্যাপারটা ঠিক কি।

দীপেশ ঃ ব্যাপারটাকে একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখার দরকার অআছে...

শুভ ঃ মানে?

দীপেশ ঃ মূল ব্যাপারটা অবশ্যই দূষণ। অনিয়ন্ত্রিত দূষণ থেকেই ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন ও তার ফলস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তনের ভ্রুকুটি। উষ্ণায়ন ব্যাপারটা আজ একটা পরিক্ষীত সত্য। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ কোনো মতপার্থক্য নেই। আর উষ্ণায়ন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে যে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাবে সে বিষয়েও কোনো দ্বি-মত নেই ...

বিজয় ঃ তাহলে রাজনীতি?

দীপেশ ঃ বলছি, বলছি।

রত্না ঃ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভূত শোনাচ্ছে। এখানেও রাজনীতি?

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, যা বলেছো ... এখানেও রাজনীতি। আসলে রাজনীতিটা দূষণ কমিয়ে উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সাংসাতিক ব্যাপারটাকে আটকানো সম্ভব ...

শুভ ঃ আর উষ্ণায়ন কে কব্জা করার জন্য দূষণ আটকাতেই হবে।

বিজয় ঃ এটা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, শুধু তাই নয়, পৃথিবীটাকে বাঁচাতে গেলে এটা তো করতেই হবে, তাহলে রাজনীতি আসছে কোত্থেকে?

রত্না ঃ রাজনীতি ব্যাপারটাই গোলমেলে।

শুভ ঃ যা বলেছো মা, আমার মাথায় এই একটা জিনিষটা কোনো দিন ঢোকে না।

দীপেশ ঃ হা, হা, যা বলেছিস আর কি।

বিজয় ঃ দোহাই দীপেশবাবু ব্যাপারটা একটু খোলসা করুন, আর কৌতূহল বাড়াবেন না।

দীপেশ ঃ এক্ষুনি নয় ... বললাম না ভাবুন আপনারা।

শুভ ঃ পরীক্ষা?

দীপেশ ঃ তা বলতে পারিস।

বিজয় ঃ ওরে বাবা, এই বুড়ো বয়সে।

দীপেশ ঃ সময় নিন।

শুভ ঃ হ্যাঁ এটাই ভালো ... একটা ভাবনার খোরাক পাওয়া গেলো।

বিজয় ঃ এটা বেশ বলেছো শুভ। সত্যি আজকাল তো আর বিশেষ ভাবনা চিন্তা করা হয় না।

শুভ ঃ কাল আমার অফ্ ডে আছে, তো কাল বসা যাবে এটা নিয়ে?

বিজয় ঃ হ্যাঁ সেই ভালো ... কাল সন্ধ্যায় আসছি। আজ তাহলে উঠি।

দীপেশ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। কাল কিন্তু অবশ্যই আসবেন।

বিজয় ঃ সে আর বলতে ... পড়া দিতে হবে না।

শুভ ঃ হা, হা, বেশ বলেছেন কাকু।

[সঙ্গীত]

## দৃশ্য — ২

[পরের দিন। বসার ঘরে দীপেশ, রত্না ও শুভ মুখোমুখি বসে]

রত্না ঃ মোবাইলে মুখ ডুবিয়ে কি দেখছিস রে শুভ, চা টা তো ঠান্ডা হয়ে যাবে?

শুভ ঃ হ্যাঁ মা এই ... খাচ্ছি ...

দীপেশ ঃ কি দেখছিস ফোনে?

শুভ ঃ ঐ যে তুমি পড়া দিয়েছিলে না।

রত্না ঃ পারিস বটে তোরা, তোর বাবাও তো কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাগজপত্তর ঘাঁটছিলো, আর তোর ঘরেও তো দেখলাম আলো জ্বলছিলো।

শুভ ঃ হ্যাঁ, বাবা যে প্রসঙ্গটা তুললো কাল ... জানো তো মা ... সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ... কাল প্রায় সারারাত Internet ঘাঁটলাম ... সত্যিই ভীষণ interesting.

দীপেশ ঃ হা, হা, তাহলে ... রাজনীতি খুঁজে পেলি ... কেন দূষণ, উষ্ণায়ন এরকম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে, কেন আমরা সব জেনে বুঝেও ধ্বংস ডেকে আনছি।

[কলিং বেলের শব্দ]

শুভ ঃ মনে হয় বিজয়কাকু ... আমি দেখছি ... তুমি বসো মা।

[দরজা খোলার শব্দ। বিজয়বাবুর প্রবেশ]

রত্না ঃ আসুন বিজয়বাবু, চা রেডি।

বিজয় ঃ চা? ও হ্যাঁ, চা তো খেতেই হবে।

শুভ ঃ কি হলো কাকু ... নার্ভাস না কি?

বিজয় ঃ নার্ভাস তো বটেই ... পড়া দিতে হবে না।

দীপেশ ঃ পড়া, হা, হা, হা ... তুমি পারো বটে বিজয়। তা বলো কি পড়া করলে।

বিজয় (চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) ঃ ভাগ্যিস internet টা ছিলো ... না হলে তো সাদা খাতাই জমা দিতে হতো। ... যাই হোক পরিস্থিতি তো বেশ ঘোরালো মশায় ... আর আপনি যে বলছিলেন দিল্লি ছেড়ে পালাবেন ... তা যাবেন টা কোথায় ... দুনিয়ার কোনো জায়গায় তো আর নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। কি অবস্থা মশায় ...

রত্না ঃ কিসের কি অবস্থা ...?

শুভ ঃ গত একশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 0.4 থেকে $0.8^0$C পর্যন্ত্য বেড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব সামান্য বলে মনে হলেও, এটা খুবই ভয়ঙ্কর। 2013 সালে intergovernment panel on climate change তাদের পঞ্চম রিপোর্টে জানাচ্ছে এই শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা $2.6^0$C থেকে বেড়ে এ পৌঁছতে পারে।

রত্না ঃ এটা কেন হচ্ছে?

বিজয় ঃ মূল কারণ পরিবেশে বিভিন্ন রকমের Greenhouse গ্যাস যেমন $CO_2$ এর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যত বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে Greenhouse গ্যাসগুলির বিশেষ করে $CO_2$ এর পরিমাণ।

দীপেশ ঃ 2010 সালের হিসেব অনুযায়ী শিল্প, পরিবহন ও অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে পৃথিবী জুড়ে যে শক্তির চাহিদা তার প্রায় 91% আসছে জীবাশ্ম জ্বালানী ও অন্যান্য non-carbon-nentral উৎস থেকে ...

শুভ ঃ আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণ ...

বিজয় ঃ আর দূষণ থেকে উষ্ণায়ন। গত দশকে Antartica এর বরফ তিনগুণ বেশি গতিতে গলছে। সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, শিল্প বিপ্লবের (industrial Revolution) সময় থেকে সমুদ্রের জলস্তরের উপরিভাগের অম্লধর্মিত প্রায় 30 গুণ বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের আশংকা 2050 সাল নাগাদ মেরু সমুদ্রে আর কোনো বরফ থাকবে না। গত কুড়ি বছরে সমুদ্রের জলস্তর আগের শতাব্দীর তুলনায় দ্বি-গুণ গতিতে বাড়ছে। ফারেনহাইটের হিসাবে 2100 সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা $10.4^0$ বাড়বে।

দীপেশ ঃ আর এসবের ফলস্বরূপ কি ঘটছে বা ঘটবে?

শুভ ঃ সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, সমুদ্রউপকূলবর্তী জনপদ গুলো প্লাবিত হবে, নদী ও হ্রদ গুলো শুকিয়ে যেতে পারে, ঘঝন-ছঘন খরা পরিস্থিতি তৈরি হবে ... ফসল উৎপাদন কমবে, চাষের জল ও পানীয় জলের হাহাকার দেখা দেবে, শিল্পের প্রয়োজনীয় জলের আকাল দেখা দিতে পারে, বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, হ্যারিকেন ও টর্নেডো জাতীয় ঝড় বাড়বে...

রত্না ঃ এতো প্রলয়ের ইঙ্গিত।

বিজয় ঃ সে আর বলতে ... আমার তো কাল রাতে ঘুমই হলো না এসব কিছুটা জানার পরে। ভাগ্যিস দীপেশবাবু প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন।

শুভ ঃ সত্যি বলতে কি আমিও এ ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলাম না।

রত্না ঃ তা এসবগুলো আটকানোর কি কোনো রাস্তা নেই। নিজেদের ধ্বংস কি আমরা চুপচাপ বসে দেখবো?

দীপেশ ঃ আমাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেছে এটা ঠিকই কিন্তু এখনো যে কোনো রাস্তা নেই তা নয়।

রত্না ঃ তাহলে আমরা কিছু করছি না কেন?

শুভ ঃ বাবার বলা রাজনীতিটা এইখানেই।

বিজয় ঃ হ্যাঁ, কাল রাতে যখন Net ঘাঁটছিলাম ... বিষয়টার একটু আন্দাজ পাচ্ছিলাম।

দীপেশ ঃ তাহলে তো পাশ করে যাবেন পরীক্ষায়, কি বলেন ... হা, হা ...

শুভ ঃ আর আমি?

দীপেশ ঃ আগে তো পড়া দাও ...

রত্না ঃ আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ... বলো, বলো তোমরা।

শুভ ঃ একটা বিষয় তর্কাতীত ভাবে সত্যি ... সেটা হলো যে উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী Greenhouse গ্যাসের অনিয়ন্ত্রিত নিঃসরণ। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে $CO_2$, মিথেন, tropospheric ozone, CFC এবং Nitrous oxide এর মতো Greenhouse গ্যাসগুলোর পরিমাণ পরিবেশে মারাত্মক ভাবে বেড়ে গেছে। গবেষণা বলছে 1750 সালের পর থেকে বাতাসে $CO_2$ এবং মিথেনের পরিমাণ যথাক্রমে 36 এবং 148 শতাংশ বেড়েছে...

বিজয় ঃ পৃথিবীজুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যত শিল্পায়ন হচ্ছে, যত তাদের শক্তির চাহিদা বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাতাসে $CO_2$ নিঃসরণের পরিমাণ, কারণ চিরাচরিত পদ্ধতিতে শক্তির ব্যবহার মানেই $CO_2$ এর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ...

দীপেশ ঃ ফলস্বরূপ উষ্ণায়ন ... আর জলবায়ুর পরিবর্তন ...

শুভ ঃ হ্যাঁ, আর জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে যে Factor গুলি, মানে অভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক ... এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কারণগুলো তো প্রাকৃতিক, কিন্তু বাহ্যিক কারণগুলোর অন্যতম হলো anthropogemic অর্থাৎ পরিবেশের অত্যধিক মাত্রায় ধূলো ও Greenhouse গ্যাস সমূহের নিঃসরণ ...

বিজয় ঃ আর এই antropogemic, অর্থাৎ মানুষের কার্যকলাপ সমুহই সবথেকে বেশি চিন্তার কারণ...

শুভ ঃ পৃথিবীজুড়ে শিল্প, পরিবহন, কৃষি, নির্মাণ সহ অন্যান্য সব ক্ষেত্র মিলিয়ে যত শক্তির চাহিদা, তার প্রায় 91% আসছে জীবাশ্ম জ্বালানী ও অন্যান্য non-carbonnentral technology থেকে ...

বিজয় ঃ দূষণহীন শক্তির, যেমন সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, Bio-deesel ইত্যাদির আধুনিক প্রযুক্তিগুলো অত্যন্ত খরচ-সাপেক্ষ।

দীপেশ ঃ হ্যাঁ এইসব অত্যাধুনিক শক্তি সংক্রান্ত প্রযুক্তিগুলো, অর্থাৎ যেগুলোকে বলা হয় 'cost effective post-hydrocarbon energy source' তার প্রায় সমস্ত উন্নত দেশগুলোরই দখলে ...

শুভ ঃ আর স্বাভাবিক কারণেই বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে Greenhouse গ্যাস নিঃসরণকারী শক্তি উৎসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে রাজি নয়...

বিজয় ঃ আর দুনিয়াজুড়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাপানউতোড় লেগেই আছে ...

শুভ ঃ হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার হলো উন্নয়নশীল দেশগুলো অভিযোগ করছে যে উষ্ণায়নের জন্য আসলে দায়ী উন্নত দেশগুলো, কারণ বিংশ শতাব্দী জুড়ে উন্নত দেশগুলোই সবথেকে বেশি $CO_2$ নিঃসরণের জন্য দায়ী ...

বিজয় ঃ শুধু তাই নয়, Greenhouse গ্যাসগুলোর নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ নিয়েও ঝগড়াঝাটি মানে রাজনীতি লেগেই আছে। মানে Greenhouse গ্যাস নিঃসরণের পরিমাপ পদ্ধতি যেমন - গড় বাৎসরিক নিঃসরণ, বাৎসরিক মাথাপিছু নিঃসরণের পরিমাণ, কেবলমাত্র $CO_2$ নিঃসরণের পরিমাণ, অরণ্য ধ্বংসজনীত নিঃসরণ, বা মোট ঐতিহাসিক নিঃসরণ — কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সেটা নিয়ে মতবিরোধের শেষ নেই।

রত্না ঃ তা, এইসব ঝগড়াঝাটি, রাজনীতি কি চলতেই থাকবে আর পৃথিবীটা গোল্লায় যাবে। মানুষের

কি সুবুদ্ধি হবে না...

দীপেশ ঃ চেষ্টা চলছে ... সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তো এখনও কিছু আছে ...

শুভ ঃ হ্যাঁ, পৃথিবীজুড়ে এই ভয়ঙ্কর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। বহু দেশ উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী পদক্ষেপ করছে, বিভিন্ন অ-সরকারী সংস্থা (non-Government organisation) ও তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছে।

বিজয় ঃ UNFCCC অর্থাৎ United Nations Framework Convention on Climate Change উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে সদর্থক ভূমিকা পালনের সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। যদিও বিবাদমান দেশগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য এখনও মেটেনি কিন্তু ঐক্যমতে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে।

দীপেশ ঃ গবেষণা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক যতটা হচ্ছে ... কাজের কাজ কি ততটা হচ্ছে ...

শুভ ঃ আশার কথা হলো, এইসব তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির বাইরে ইদানিং একটা নতুন ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে ...

রত্না ঃ কি? কি সেটা?

শুভ ঃ বেশ একটা সুন্দর নামকরণ হয়েছে এই প্রচেষ্টার ... বাংলা করলে অনেকটা এরকম শোনাবে ঐচ্ছিক নিঃসরণ (voluntary emission reductions)। 2010 সালে cancun চুক্তির অংশ হিসাবে 76 টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ Greenhouse গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ঐচ্ছিক শপথ নিয়েছে।

রত্না ঃ এতো খুব ভালো কথা।

বিজয় ঃ তবে এই বিষয়ে শুধু আন্তর্জাতিক মহল, বা রাষ্ট্রসংঘ বা বিভিন্ন দেশের নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু ভূমিকা আছে সে গুলো পালন করতে হবে ...

শুভ ঃ অবশ্যই, আগে আমাদের সচেতন হতে হবে।

রত্না ঃ মানুষের হাতেই আসল ক্ষমতা।

দীপেশ ঃ একদম ঠিক বলেছো রত্না, মানুষই পারে এই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে তাদের প্রিয় পৃথিবীটাকে বাঁচাতে...

বিজয় ঃ অবশ্যই পারবে, পারতেই হবে ... তা দীপেশবাবু এবার বলুন —

দীপেশ ঃ কি?

বিজয় ঃ পাশ করলাম তো?

দীপেশ ঃ পাশ মানে, এক্কেবারে ফার্স্ট ডিভিশন।

শুভ ঃ আর আমি ...

দীপেশ ঃ তুমিও ফার্স্ট ডিভিশন

বিজয় ঃ তাহলে এই আনন্দে আর এক বার চা হয়ে যাক। কি বলেন!

রত্না ঃ অবশ্যই বসুন সবাই, আমি চা আনছি

[রত্নার প্রস্থান]

[সঙ্গীত]

।। সমাপ্ত ।।